79

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG 7 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ভোলার ৫২টি স্কুল-মাদ্রাসা ভাঙ্গনের মুখে

প্রমত্তা মেঘনা গোটা জেলাকে গ্রাস করিতেছে

ভোলা হইতে মাইনুল হাসান ॥ প্রমত্তা মেঘনা গোটা ভোলা জেলাকে গ্রাস করিতেছে। নূতন নূতন জনপদ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে মুহূর্তেই। গৃহহারা হইতেছে হাজার হাজার পরিবার। বাঁধের উপরও ঠাঁই মিলিতেছে না। কারণ বাঁধও টিকিতেছে না। বাঁধে বড় বড় ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। কোথাও কোথাও বাঁধের চিহ্ন নাই। কোনদিন বাঁধ ছিল বলিয়াও মনে হয় না। ভোলা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৫২টি স্কুল ও মাদ্রাসা এখন ভাঙ্গনের মুখে। কোথাও মেঘনা কোথাও ইলিশা হুমকি দিতেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। টিএনওদের রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়াছে, ভোলা সদরের ১১টি, দৌলতখানের ১৪টি, লালমোহনের ৬টি, তজুমুদ্দিনে ১৫টি, বোরহানউদ্দিনের ৫টি ও মনপুরার ২টি বিদ্যালয়কে ভাঙ্গিনা অন্যত্র সরাইয়া নিতে হইবে। টিনের স্কুলগুলি স্থানান্তর হইলে কিছু সম্পদ রক্ষা হইতে পারে কিন্তু ভবন ভাঙ্গিলে থাকিবে কি এই প্রশ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের এ কারণে তাহারা উহা স্থানান্তরে তেমন উৎসাহী নন। তবে শিক্ষা বিভাগ উহা ভাঙ্গার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতে পারে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়াছে, এতগুলি স্কুল-মাদ্রাসা স্থানান্তর হইলে

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

ভোলার ৫২টি স্কুল

(৩য় পৃঃ পর)

উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। নূতন করিয়া নির্মাণ করা না হইলে শিক্ষাদান ব্যাহত হইবে। বর্ষা মৌসুমে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস চালানো সম্ভব হইবে না। একজন কর্মকর্তা জানান, এই স্কুল নূতনভাবে নির্মাণে কয়েক কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে।